২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩২।

আবাহন

খুলনা, বি. কে. ইউনিয়ন স্কুলের মুখপত্র।



President

Ashutosh Mittra B. L.

HEAD MASTER

প্রধান সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ আহম্মদ আলা

সহ-সম্পাদক শ্রীবামনচন্দ্র বসু।

প্রতি সংখ্যা /১০ আনা। বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা।

সূচীপত্র।

আরাধনা।

—:():—

দুঃখ দাও প্রভু তাহে নাহি দুখ,
সহিবারে দাও শকতি।
দুঃখ জ্বালা যেন তোমা না ভুলায়,
(যেন) কাণে পশে তব যুকতি॥
সাধু জনে কয়, ওহে দয়াময়,
দুঃখই তোমার মুরতি॥
তাই যদি হয়, আজ হতে হবে
দুঃখ সনে মোর পিরীতি॥
যাহা আছে মোর সব দিব তারে, —
মন, প্রাণ, প্রেম, ভকতি।
একটী কেবল দিব না তাহায়, —
আমা হ'তে কভু মুকতি॥
ক্ষণ কাল বধ বাধ থামাইয়া,
ওহে ও দুখের সারথি!
ত্যাগ-ধনা জ্বালি হ'বে আজি মোর
ইষ্ট দেবতার আরতি॥
মান অপমান, পরাপর জ্ঞান,
দেবত-প্রেমের আহুতি।
তাজনা আমায়, ওহে দয়াময়
রাঙা পায় এই মিনতি।

শ্রীরামচন্দ্র বসু।
৭ম শ্রেণী।

আধুনিক শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ।

——:0:——

বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে বহুদিন ধরে অনেক চিন্তাশীল মস্তিস্কের বৃথা আলোড়ন হ'য়ে আস্ছে। প্রচলিত শিক্ষার ধারা ও স্বরূপ নিযে মনিষিগণের মধ্যে স্থানে স্থানে একটু আধটু মতানৈক্য থাক্‌লেও পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা যে এদেশের আব-হাওয়া ও রক্ত-মাংসের অনমুকুল তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার কচ্ছেন। তা'ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি যে "অসম্পূর্ণ" ও কেবল "অর্থকরী" তাহাও স্বীকৃত হয়েছে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানব রীতি-নীতি ও শিক্ষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেশ কাল-পাত্র-ভেদে সে টাং সামঞ্জস্য করিযে নিতে না পারলে তার ফল এইরূপ অপ্রীতিকরই হ'য়ে থাকে।

বাংলা তথা ভারত Plain living and high thinking এর দেশ। এখানকার অধিবাসীরা জাগতিক অপেক্ষা পারলৌকিক উন্নতির সমধিক পক্ষপাতী; তার নিদর্শন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু, ভারত আজ সমুন্নত জড়বাদী শিক্ষাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে Spiritualistic নামের স্থানে Materialistic আখ্যা লাভেরই একান্ত পক্ষপাতী। খোদার যদি সে টা অভিপ্রেত হয তবে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তার সংবর্দ্ধনা করব।

শিক্ষা শব্দটার প্রকৃত অর্থ শারীরিক মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ে তুল্যরূপ উন্নতি। এ সকলের কোন একটার উন্নতি-চেষ্টা ও ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হ'লে সে শিক্ষাকে কখনই প্রকৃত এবং পূর্ণ বলা যেতে পারে না। ভারতের কথা দূরে থাক, মাত্র বাংলার কথা বিচার করলে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? মানব-উন্নতির প্রথম ও চরম বিষয়— ব্যায়াম চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী হ'তে নির্ব্বাসিত। ইংরাজেরা বলেন, "A sound mind in a sound body", প্রথম ও প্রধান কাঙ্খনীয়

বস্তু। তৎপরে অন্য সকলের আবশ্যকতা। মনের আধার দেহ সুস্থ ও সুশিক্ষিত না থাকিলে মানসিক উন্নতি কি প্রকারে সম্ভবপর হ'তে পারে? আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষালয় গুলিতে শারীরিক উন্নতি-বিষয়ক কোন পাঠ্য পুস্তকের স্থান আছে কি? পরোক্ষভাবে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়াম চর্চ্চার ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু সেটা কেবল কর্তৃপক্ষের আপাত দোষ-ক্ষালনের জন্য। নৈতিক শিক্ষা ও এইরূপ পরোক্ষে দান করা হয়,—পঠিতব্য বিষয়ের ভিতর দিয়া উহা deduce করিয়া লইতে হয়।

আমাদের এই শারীরিক উন্নতি বিষয়ক ব্যবস্থার অভাবকে আমাদের ভাগ্যের বিপর্য্যয় বলিব। পরাধীন জাতি আমরা, দৈহিক বলে বলিয়ান হইলে তাহার Consequent মানসিক ও নৈতিক শক্তিতে জগতে টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা লাভ করিব তাহা যে কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতের অমঙ্গল সূচক! তবুও শ্রীভগবানের দুই চারিটী দান, উল্লিখিত যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ও যে তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভায় বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছেন ও করিতেছেন সে কেবল, অনুকূল অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলে আমরা ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারি এই সত্যটী বুঝাইবার জন্য। প্রচলিত শিক্ষা দ্বারা দুই-দশ জনের কিঞ্চিত মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রশংসার কি আছে? এক খানি বিরাট দেহের চারিটী অবয়বের একটি মাত্রের পরিপুষ্টিতে গোটা দেহের কোন কার্য্য হইতে পারে কি?

আর শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্য—সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পিতা পরমেশ্বরে বিশ্বাস তদীয় অস্তিত্ব অনুভবে আনন্দ লাভ ও তাঁহার অসীমতায় আমার সসীমতাকে বিলীন করিয়া দিবার যে উদ্দাম আকাঙ্খা জনিত শান্তি তাহা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে সম্ভবে কি? অন্য ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, হিন্দু ভ্রাতারা ও, মুসলমানদের ন্যায়, এই পৃথিবীকে মানবাত্মার চরম আবাস স্থান বলিয়া স্বীকার করেন না। সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভের জন্যই মানবকে জগতের পরীক্ষা ক্ষেত্রে কিছু দিনের জন্য বিচরণ করিতে হয়।—পরীক্ষা শেষ হইলেই যথা স্থানের আহ্বান আসিয়া পড়ে,—আমরা মর জগৎ ছাড়িয়া নিত্যধামের উদ্দেশে যাত্রা করি এই ত দুনিয়ার ধূলাখেলা,—তাতে স্রষ্টাকে এবং তদীয় আদেশ ও নিষেধ-বিধি অমান্য করিলে সৃষ্টি-শেখর মানব-নামের সার্থকতা থাকে কোথায়? তাই আমরা শুনিতে পাই, সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে হিন্দুরা বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এবং পত্নী-পুত্র-ভোগ বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমান "তারেকুদ্দুনিয়া" (সংসার বিরাগী) হইতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হ'য়েছে ভারত Plain living ও high thinking এর দেশ। ইংরাজের আমলদারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ধাতুগত-ভাবেই সম্পন্ন হ'ত। একারণ, নিত্য ধামের সুখ-প্রয়াসী ভারতবাসী অনিত্যের সন্ধানে আত্ম বিক্রয় ও জড়বাদের মেকি সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয় নি। বরং দারিদ্র ও অল্পে-তৃপ্তি তা'দিগকে ঐশ্বর্য্যপিপাসু হ'তে দেয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে, যে সকল মহামতি এদেশে ইংরাজি অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দান করেন, তাঁরা, এদেশের অর্থনীতি-সমস্যার সমাধান যে অসাধ্য হ'য়ে পড়বে তা বোধ হয় তখন বুঝ্‌তে পারেন নি। তাই সকল উন্নতির মূল অর্থের কৃচ্ছ্রতায় এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির সাময়িক সংস্কার না ঘটায় আমাদের আদর্শ নষ্ট হয়েছে। ফলে প্রাচীন আদর্শ ত লোপই পেয়েছে এবং ঈপ্সিত আদর্শকে ও স্থাপন করতে আমরা অক্ষম হ'য়ে পড়েছি। এই দোটানায় পড়ে আমাদের যা দুর্দ্দশা ঘটেছে, দেশের চিন্তাশীল মাত্রেই তা সবিশেষ অবগত আছেন।

ইংরাজ আমাদিগকে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের কতকগুলি প্রাণারাম সুফল দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু তাদের স্বরূপ চিন্‌বার ক্ষমতা থেকে আমাদের বঞ্চিত রেখেছেন। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণার সুযোগ আমরা পাই না। গবেষণার সাফল্য কার্য্যে কিন্তু কাজ দেখাবার হাত কি আমাদের মুক্ত? এরূপ খণ্ড শক্তির অধিকারী হয়ে আমরা Practice নয়, Theory এর Master! যা'ক সে কথা। সুযোগ বা আনুকূল্য না পেলে ও এখন আমাদের আর ফিরিবার উপায় নাই,—হয় অগ্নি পরীক্ষায় সফলকাম না হয় চিরতরে অধঃপতিত।

পাশ্চাত্য জাতিরা দৈহিক ও মানসিক শিক্ষায় ঐহিক সুখের পথ প্রশস্ত ও কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন। যাহ'ক এটা তাঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা; কিন্তু ভারতবাসী এঁদের অনুকরণে নিজের কী অনিষ্টপাতই না করেছে! দুই পাতা ইংরাজী পড়ার কথা দূরে যাক, দুই তিনটা পাশ দিয়া সংসারে পা দিতেই, গোটা জগৎ তাদের চোখে অন্ধকারময় ও বিপদ সঙ্কুল ব'লে প্রতিপন্ন হয়। এর কারণ ত আজকাল আর খুঁজে বা'র করবার দরকার নাই। —জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার মত শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না তাই এ দুর্দ্দশা বা পরিণাম। আর যা হয়েছে তা বলবার নয়; —হিন্দুর পূজা-আহ্নিক, দেবতার স্তব স্তুতি ও শঙ্খ-ঘণ্টার রোল হয়েছে কুসংস্কার! আর মুসলমানের নমাজ-রোজা, হজ-জাকাত হয়েছে নিরক্ষরদের সরণি

(৭)—মার্জ্জিত রুচি শিক্ষা দৃপ্তগণ সকল কর্ম্ম কাণ্ডেরই অনধিগম্য।

ইংরাজি শিক্ষার মাহাত্ম্যে আর একটি বস্তু এদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে—সেটার নাম ভক্তি। স্পর্শমণির সহযোগে লৌহ সুবর্ণত্ব পায় কিনা জানি না তবে, এই ভক্তি মণির সংস্পর্শে যে কত খল সরল, কত নাস্তিক আস্তিক এবং কত পাষণ্ড তৃণাদপি নীচ হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

ভক্তি একটা মৌলিক পদার্থ।—পাত্র ভেদে ইহার নাম ভেদ হয়। মাতা-পিতৃ-ভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি এবং সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি-প্রদর্শন কাজটা প্রথমতঃ আমাদের মাতা পিতার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। কারণ, গৃহই আমাদের শিক্ষানবিসির প্রথম স্থান। অভ্যাস-শক্তির ক্ষমতা অসীম তাই বাল্যের নমনীয় বৃত্তিনিচয় অভ্যাসের সোনার কাঠিস্পর্শে ক্রমোন্নতির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হ'য়ে উঠে, এবং নরনারায়ণে প্রদর্শিত ভক্তি ক্রমান্বয়ে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়। তাই, এই ভক্তি মণি। সংস্পর্শে দোর্দ্দণ্ড ওমর দেববাঞ্ছিত নব জীবন লাভ করেছিলেন এবং এই ভক্তির মাহাত্ম্যেই অতি বড় পাপী জগাই-মাধাই প্রভু নিত্যানন্দের ক্ষমা লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছিল। তা ছাড়া ভক্তি যে কত অসংখ্য জ্ঞানী ও গুণীর সৃষ্টি ক'রে এই উষর জগৎকে ধন্য করেছে তাঁদের সংখ্যা দুর্জ্ঞেয়।

সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিদারক হয়েছে আমাদের ছাত্র-সমাজের অবস্থা। যে দেশে গুরু-ভক্তি ছিল বিদ্যালাভের হেতু ও দেব-ভক্তি ছিল মোক্ষ লাভের সেতু সে দেশের ছাত্র সমাজ অধুনা, স্থান বিশেষে পিতাকে পিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা এবং বিদ্যা মন্দিরের বাহিরে শিক্ষককে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠা বোধ করে। যে দেশের পল্লীতে দুদশজন একত্র হ'লে পুণ্য কথা ও চণ্ডী পাঠ এবং কোরাণ-হাদিসের চর্চ্চা হ'ত, এখন তথায় দাবা-পাশার বিকট চালনার সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার বিরাট বহর বিদ্যমান। মুরুব্বিরা শিক্ষকদের সম্মান-মর্য্যদা দেখান বন্দ করায় ছাত্রেরাও তাঁহাদের অনুকরণ কর্ত্তে শিখেছে। ফলে তাঁদের প্রাপ্য গুরুজন-ভক্তির অংশ ও মূলে হ্রাস পাচ্ছে। অভিভাবকেরা শিক্ষকবর্গকে অবজ্ঞার চোখে দেখে দেখে নিজেদেরই অনিষ্টপাত কচ্ছেন। কারণ পুত্র যদি পিতাকে কোন লোকের প্রতি ভক্তিমান দেখে তা'হলে সেও নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে বসে। সুতরাং অভিভাবকগণ, শিক্ষকদের মর্য্যাদা বা সম্মান ক্ষুণ্ণ করলে প্রকারান্তরে নিজেদেরই গুরুত্ব খর্ব্ব হয় এটা ধ্রুব জানবেন। প্রাচীন কালে আমরা পাঠাভ্যাসে আত্ম-

নিয়োগ করবার পূর্ব্বে প্রয়োজন মত কেহ বাণী বন্দনা এবং কেহ আল্লার প্রশংসা সূচক স্তোত্র পাঠ করিতাম। নির্ব্বাচিত গুরু বা ওস্তাদ এমন ধরণে তদীয় অধ্যাপনার স্বরূপ বুঝাইতেন যেন ঈশ্বরের দয়া এবং গুরুর আশীর্ব্বাদে না হ'লে বিদ্যালাভের কোন আশাই থাকিত না। শিক্ষার্থীর শৈশব-সুলভ নবনীতোপম সরস মানস-ক্ষেত্রে সদভ্যাসের মধুময় বীজ উপ্ত হইলে তাহার ফল যে আমরণ দেবভোগ্য থাকে ইহা প্রমাণিত সত্য। মানসীক সদ্‌বৃত্তি-নিচয়ের উন্মেষ যে অভ্যাস সাপেক্ষ তাহা মনোবিজ্ঞানবিদগণ একবাক্যে স্বীকার করবেন। অভ্যাস-শক্তি একদিকেই ফল প্রসবিনী হয় না। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখতে পাই সামান্য ধূমপায়ী বা মাদক দ্রব্য-সেবী তাহার সেবনাভ্যাস ক্রমাগত চালাইতে থাকিলে উহা কালে এমন উৎকট অবস্থায় পরিণত হয় যে তখন জোর করিয়াও সেটা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের বালক ও যুবকেরা ধর্ম্মভাববিরহিত শিক্ষার কবলে প'ড়ে অভ্যাস-শক্তির অভাবে পূর্ব্ব পুরুষের আচরিত ধর্ম্মভাব এবং গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও হারাইয়াছে। তবে দুই চারিজনের মধ্যে যা একটু দেখা যায় সে কেবল গোঁড়া পরিবারস্থ অন্ধ-অজ্ঞ (?) মুরুব্বিদের আদর্শ বা পুণ্যপূত সংস্পর্শের প্রভাবে।

ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা! তোমার মোহিনী মায়া এদেশের ভবিষ্য পুরুষ-দিগকে কি চমৎকার ভাবেই না মুগ্ধ করিয়াছ! তোমার সেবায় ইহারা যতটা আত্ম-নিয়োগ করিতে পারুক বা না পারুক তোমার সহযাত্রীদিগকে অতি প্রশংসনীয় রূপেই আয়ত্ত করিয়াছে।—কর্ণমূল ও ঘাড়ের গোড়া চর্ম্ম দৃষ্ট ভাবে পরিস্কার করা, বুকের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত খোলা কোট পরা, ১২। ১৩ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই নাকে রোল গোল্ডের দিব্য ঠুসি পরিয়া কলুর বলদ সাজা, বিংশতি প্রকার কলার (coller) ও আস্তিন বিশিষ্ট জামার ব্যবহার, সিগারেট ও নস্য নামক বস্তু দুইটার সৎকার, ছড়ি-ঘড়ি-গন্ধ দ্রব্যের আদ্য শ্রাদ্ধ, ব্যায়ামের নামে সাহেবী সরঞ্জামে খেলার মাঠে বাহাদুরী দেখান এবং ঘোড়া না থাক্‌লে ও চাবুক চাইরূপ আব্দারে অভিভাবককে ওষ্ঠাগত-প্রাণ ক'রে তোলা ইত্যাদিরূপ সাঙ্গোপাঙ্গেরা এদেশে যথোচিত কদর পাইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সৈয়দ আহম্মদ আলী, এল, টি,

আঁধারে।

———— ॥০॥ ————

এখনো হাসেনি আঁধার জগত
ঢালিয়া অমিয় আলোক ধারা,
এখনো খোলেনি স্বপন সুন্দরী
নিদ্র তামসী হৃদয় কারা,
এখনো ফোটেনি জোছনার হাসি
ঢালেনি পাপিয়া সুধার ধারা,
এখনো জাগেনি ঝিঁঝিঁরা বন্দনা
আঁধারে ধরণী আপন হারা,
এখনো ফোটেনি কাননে কুসুম
গন্ধে মোহিত করিয়া মহী,
এখনো ছোটেনি সুরভি প্রচুর
মন্দ মধুর পবন বহি';
এখনো আসেনি ভাসিয়া বাতাসে
কোকিল কণ্ঠের পূরবি তান,
এখনো উঠেনি পুলকে নাচিয়া
কাহারো করুণ আভাসে প্রাণ;
এখনো আঁধার মন্দির-দ্বারে
পড়েনি কাহারো অমর কর
এখনো কেউত আসেনি অদূরে
বহিয়া আলোক আঁধার পর

এখনো খোলেনি স্মৃতির দুয়ার
রাজেনি কাহারো মূরতি খান
এখনো পশেনি হৃদয়ে কাহারো
চেতন-স্বরের বাশীর তান ;
নীরব নিথর স্তব্ধ জগত
নীরব নিথর এ মম প্রাণ ;
নীরবে নীরবে নিখিল ব্যাপিয়া
উঠিছে কি এক নীরব গান ।

শ্রীবিজনকৃষ্ণ রঃ
৩য় শ্রেণী।

Dr. Arnold's work at Rugby and its lessons for modern teachers.

———:0:———

Birth :— Dr. Thomas Arnold was born in the village of West Cowt in the isle of Wight in the year 1795 A. D.

Education :— He joined the grammar school of Warminister in 1803. From 1807 to 1811 he studied in the public school of Winchestor. Then he joined the Christ College, Oxford in 1812 and in 1814, he took his degree with first class in Classics. In 1815 he became a fellow or Orial and in 1818 he was ordained. After this he was at Lalleham, in Middle-sex as a Curator from 1820 to 1828. From Lalleham Arnold was elected Head Master of Rugby in 1828 A.D.

Dr. Arnold was a brilliant scholar and a man of sterling moral character. So his election to the post of the Head Master of Rugby was quite judicious. The period of Arnold's life spent at Rugby is what we are to make a review of.

When Dr. Arnold was appointed to the post of Head Master of Rugby the condition of all the English public schools was in an urgent need of reform. Traditional system of classical studies formed the best part of the curriculum. Hence, a visible unrest was rampant for an immediate reformation in the existing order of things; but majority of the people were against any kind of change; and beside a competent hand also, was wanting to effect the desired change; and it was by this time that Dr. Arnold entered the arena of his padagogic life.

This time the public schools of Britain were so many nurseries of vice and Arnold had marked it thoroughly when he took to his profession, A man of independent character, personality and free will he might have proved a successful statesman or politician but his love of tuition, his attachment to morality and an ardent desire for removing the vices prevalent in the educational institutions Arnold could not but respond to the call of propreity duty for the uplift of his country. Consequently, when accepted his appointment at Rugby he was determined to act in accdordance with his free will at any cost.

Arnold's aim was to make his pupils true Christians and the school a true Christian school. With this end in view he planned to work as follows :—

He found that in the school there was any thing but discipline which was the stepping-stone to cultured life. Vice and corruption

were eating into the vitals of the boys. A spirit of combination, deliberate lying and an atmosphere of insubordination pervaded the whole school. To secure a general discipline of the school Arnold introduced the fagging system. He saw that until and unless he could avail himself of the hearty co-operation of his higher class boys it would be simply impossible to effect a good government in the school. Hence the Sixth form boys were deligated with some power so that a systematic government might be carried on among the boys themselves. Though this system was condemned by some, yet Arnold remained unmoved. He did not like corporal punishment which he had retained only on principle and made use of it in the case of lower form boys as sparingly as possible. For moral offence corporal punishment was also inflected Besides, he used to remove unfit, incorrigible vicious boys occasionally for the reason that other good boys might catch contagion from them and thus spoil themselves. This sort of removal, for the first time, caused a great sensation among the guardians who could not find any grave reason. The boys, that were removed, were not necessarily the bad boys but majority of them seemed to Arnold to be too incapable of deriving any benefit from the school.

Arnold expelled boys rarely. These were incorrigible and guilty of immoral vices. In this way, partly with the co-operation of his Sixth Form boys and partly by removal and expulsion Arnold was successful to bring about a perfect and ideal discipline in the school.

Then comes his system of instructions. He adopted the Socratic method of questioning i, e, he used to put questions in such a manner that boys had to observe, think and exercise their power of imagination and expression. He always worked *with* the boys instead of working *for* them. It was Dr. Arnold who first felt the importance of the

introduction of Geography, Modern History, Modern Literature and Mathematics in the old time-honoured curriculum over burdened with with mere classical weights. He was of opinion that boys were not to stock their minds with learning and knowledge but they were to learn how to acquire them. Intellectual attainment carried no greater importance to Arnold. He admired a stainless character and true manliness, and above all, an average knowledge if acquired with honest labour. In class lessons Arnold did never confine himself in the narrow range of text-books ;—he used to gather informations from other sources and advised his pupils to read those books which needed any reference. He always worked with his pupils and not for them. In teaching history he roused an expectant interest of the pupils in such a way that their intellectual thirst rose to its highest pitch. In translating a modern language into English he was exemplary. To give an impetus to intellectual education Arnold introduced a system of awarding prizes and scholarships to meritorious boys.

Arnold always appealed to the mind of his boys. He never disbelived them. Hence boys felt themselves ashamed to tell a lie to him His satisfaction at the right answer of any boy made its appearance in the word "thank you" and his dissatisfaction at a wrong answar met with a sudden "sit down." Arnold himself seldom corrected any mistake at once. He did not cease to make the boys right answer or at least attempt to correct the answer. If by no means the boy could help to answer correctly Arnold asked brighter boys to help the unsuccessful one in giving the right answer. In this way he stamped. every thing he taught on the tablet of the mind of boys.

As Arnold sought the aid of his Sixth Form boys for the government of the school, so also he sought and took the help of his assistant masters. He always consulted with them in all sorts of school affairs either grave or insignificant. He gave them free scope to learn and

use their personality. In the conference of the teachers they could fully give out the'r individual opinions in all matters. Arnold's treatment of them was kind and amiable. He felt happy at their good name and praise. Arnold wished them to be ordained as soon as possible.

To improve the moral side of the boys Arnold introduced a prayer before the first lesson and delivered a sermon every Sunday. At first the number of the boys present was small, but it rose to 300 three hundred in the long run.

Syed Ahmed Ali, L. T.

আক্ষেপ।

——(:0:)——

আমি বেচিয়া পুণ্য কিনেছি দুঃখ দৈন্য ক্লেশ।
দীপ গুলি সব নিবায়ে দিয়েছি,
পলকে আঁধারে মগন রয়েছি,
কান্ত মূর্ত্তি হারায়ে হর্ষে ধরেছি দীন বেশ॥

আমি পথহারা হয়ে ঘুরিতেছি বন মাঝে।
হিংস্র শ্বাপদে ধরিল বেড়িয়ে,
দিবসে আপনা রাখিগো লুকায়ে,
ভাবি না ক্ষণেক মোরে কে রাখিবে সেই সাঝে॥

প্রিয়জন-শোক-মোহে নয়ন ভাসাই জলে।
স্বরূপ প্রতিমা ডুবায়ে সলিলে,
সুখ স্বপ্ন লাগি কাঁদি কালে কালে,
তবে, আমার যে জন তারে ত ডাকিনা ভুলে॥

তবে, আজ আমি আর চিনিতে পারিনা তারে।
শত দুঃখ মাঝে, সে যে সুখ-আলো,
বারে বারে মোর জীবনের কালো —
মুছে দিয়ে যায়, কাণে কাণে কত কি বলেরে।

চক্ষে দেখিনা তারে, কর্ণে পশেনা তার বাণী।
আমি অন্ধ বধির গরব দৃপ্ত,
আমি অলস অবশ চির সুপ্ত,
জাগিতে চাহিনা ভাঙ্গিতে চাহিনা ঘুম খানি,
যদি এসে মোর, ওগো আমারি মাথার মণি॥

শ্রীবরুণ চন্দ্র বসু
প্রথম শ্রেণী

স্বপ্ন।

কবে আবার সে দিন ফিরবে?

———:():———

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, দিবাভাগের নিদারুণ গ্রীষ্ম তাপে তাপিত ও ক্লিষ্ট দেহে নিশীথে তন্দ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিতেছি আমি যেন কোন অভিনব দেশে নীত হইয়াছি, তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে জগদ্বাসী মাত্রই মোহিত হয়। দেশটা বালুকাময় হইলেও স্থানে স্থানে অমৃত

তরু সমন্বিত ফল পুষ্প পরিশোভিত পরম রমোত্থান বিরাজিত। কোথাও পরস্বাপহারকগণের ভীষণ মুর্ত্তিতে বিচরণ, কোথাও বা পরম ধার্ম্মিক প্রবরদের উপাসনার্থে গমন, এবংবিধ পরস্পর বিপরীত অথচ বিচিত্র দৃশ্যাবলী অবলোকন করিয়া মন অপূর্ব্ব আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ একটী বৃক্ষ তলে উপবেশনান্তর সেই জগৎ পাতার মহিমা চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি ফল জল সমন্বিত নরনারী পূর্ণ দেবদুর্লভ স্থান পরিহার করিয়া কঠোর কুসংস্কারাবিষ্ট আরবের বালুকাময়ী মরুকে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচারের সুতিকা ক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়া ছিলেন। —বিচিত্র তাঁহার লীলা, বিচিত্র তাঁহার কার্য্য প্রণালী, নিরতিশয় ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব তাঁহার কার্য্য বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত কেবল তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে, এইরূপ চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল জানি না।

হঠাৎ এক স্বর্গীয় সৌরভ মদীয় চিন্তাস্রোতে বাঁধা প্রদান করিল। চতুর্দ্দিক আমোদে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শূন্য দেশে সর্ব্বপ্রদাতা পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তার নাম শত কণ্ঠে সুস্বরে গীত হইতে লাগিল, আমি মর্ত্তে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহসা সেই সঙ্গীতের মধ্য হইতে এক অমিত তেজঃ শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ঠ মহিয়ান পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এক হস্তে জপমালা, অন্য হস্তে দীর্ঘ যষ্টি, মস্তকে শ্বেতবর্ণ পাগড়ী তাঁহার বদনজ্যোতিঃ পৌর্ণমাসী চন্দ্রকেও হীনপ্রভ করে। আমি বিস্ময় বিহ্বল ভাবে ভক্তি গদ্গদ্চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রত্যভিবাদন করিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাতকের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম ও দেখিতে পাইলাম তাঁহার অধর প্রান্তে সদা হাস্য বিরাজমান। তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিতে মনে বল পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"দেব, কবে আমাদের দেশবাসী আবার সেই অবস্থায় উপনীত হইবে? কবে বাহ্য আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া কার্য্যে সাফল্য লাভে প্রাণপণ করিবে? কবে তাহারা মুখে হাসি, বাহুতে শক্তি হৃদয়ে সতেজ ভাব পোষণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে ও মাতৃ ভূমির গৌরব বুঝিবে এবং কবে তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে? কবে তাহারা ধর্ম্মের ও দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি মৌনাবলম্বন করতঃ সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমি চাতক, প্রভু পৌর্ণমাসী চন্দ্র। তাঁহার মুখচন্দ্রিমা ঘনঘনাবৃত হইয়া উঠিল,

আমার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কি জানি ও দেবমুখে কি বাণী প্রকটিত হয়। যাহা হউক দিবাকরের আগমনে যেমন অন্ধকার রাশি অপসারিত হয়, তেমনই প্রভুর মুখচন্দ্র ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিল।

তিনি সাহাস্যে কোকিল বিনিন্দিত স্বরে বলিলেন "বৎস ! অবশ্য একদিন তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হইবে, যে দিন তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও হতাশ হইবে না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, তোমাদেরও তো রক্ত মাংসময় দেহ আছে, জীবনী শক্তি আছে হাত পা আছে, সবই রহিয়াছে, তবে আবার নিশ্চেষ্ট কেন ? আশঙ্কা কিসের ? ভাবনা বা কিসের ? যাহার শরীরে মজ্জা আছে তাহার চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। এ বিশাল সংসারে রাজার ছেলেই হউক আর চাষার ছেলেই হউক, সকলেরই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ধর্ম্মই উন্নতির মূল, অধর্ম্মই তোমাদের পতনের কারণ। তোমরা ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হও তাহাতে অবশ্যই শান্তি পাইবে। ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সৎকার্য্যে পরিশ্রম কর। সামর্থ্য নিয়োজিত কর, তোমরা প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইলেই তবে দেশের মঙ্গল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমিও জাগরিত হইলাম। তখনও সেই স্বর্গীয় সৌরভ অনুভূত হইতে লাগিল, মন আপনাপনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। হস্ত উঠাইয়া প্রার্থনা করিলাম "প্রভো" ইহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করিয়া পরপদদলিত পরকর পীড়িত দেশবাসীকে উদ্ধার করুন।

মহিউদ্দিন আহম্মদ
৯ম শ্রেণী।

"ভক্তি।"

ভক্তি মানব হৃদয়ের একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তি। ভক্তি মানুষকে বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি বিবিধ গুণালঙ্কারে বিভূষিত করে। পক্ষান্তরে ভক্তি হীন হৃদয় নীরস মরুবৎ। যেমন মরুভূমিতে স্নিগ্ধ-দর্শন শ্যামল মনোহর তরুলতাদির উদ্ভব হয় না, সেই রূপ

ভক্তিহীন হৃদয়ে বিনয়, নম্রতা সৌজন্য প্রভৃতি পরম রমণীয় সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ হইতে পারে না। যাঁহার হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত, তিনি মনে মনে যে অপার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত করেন, তাহার সহিত সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ ভোগের ও তুলনা হয় না। ভক্তির একটা বিশিষ্ট গুণ এই যে, ইহা ভক্তকে উৎকৃষ্টের অনুগামী হইতে প্রবর্ত্তিত করে। উৎকৃষ্টের অনুগমন ভিন্ন কখনও উৎকৃষ্ট হইতে পারা যায় না। সুতরাং ভক্তি না থাকিলে কখনই আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় না। যিনি যথার্থ ভক্তি করিতে জানেন, তিনি ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সাধন করিয়া নিজে ভক্তি ভাজন দেব পদে সমারূঢ় হন। যে ব্যক্তি ভক্তি কাহাকে বলে জানে না, সে উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইযা নরাকার পশুতে পরিণত হয়। জগৎস্রষ্টা বিশ্বপাতা পরমেশ্বর, মাতা পিতা, মাতাপিতার সম্পর্কীয ব্যক্তিগণ, অগ্রজ, অগ্রজা ও তত্তুল্য সম্পর্কীয়গণ, শিক্ষাদাতা গুরু, অন্নদাতা প্রভু, রক্ষাকর্ত্তা রাজা ইঁহারা সকলেই আমাদের ভক্তির পাত্র। ইঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে ইহকালে সুখ ভোগে বঞ্চিত ও পরকালে নিরয়গামী হইতে হয়। ভক্তির পাত্রাপাত্র বিচার করিতে নাই, যাঁহাতেই কোন সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও তাঁহাকে সমুচিত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সদ্‌গুণের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে ভক্তি এবংবিধ উন্নতির মুল সেই ভক্তি আজ বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে বিরল। ভক্তি হীনতার জন্য তাহারা মোহের মাদকতা শক্তিতে অভিভূত। হায়! এদের কি এ মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না? চির দিনই কি এরা ভক্তির অভাবে আত্মোৎকর্ষ সাধনে বিমুখ থাকিবে? ঈশ্বর কি এদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? চিরকালই কি এরা দুঃখের যাঁতায় নিষ্পেষিত হইবে?

আছির উদ্দিন আহম্মদ।
দ্বিতীয় শ্রেণী।



শিক্ষার অবস্থা।

।—:0:—।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দেশ যুগান্তর আনায়ন করিয়াছে। বিদ্যা কেবল মাত্র অর্থকরী হওয়ায় মানবের এত অধিক অধঃপতন সম্ভব হইয়াছে। আজ বঙ্গের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাই ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরু ভক্তির অভাব, যৌবনে গুরুজনে অনাদর ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সমাজকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। আজ গৃহে গৃহে দেবসেবা হয় না, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম সভা নাই মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা সকালে শঙ্খ ঘটা বাজে না, কথকতা, চণ্ডীর পাঁচালী বা রামায়ণ গান দ্বারা আর লোক শিক্ষা হইতেছে না; গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ এখন আর মন্দির প্রাঙ্গনে বা বৃক্ষ তলে বসিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা করে না, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা এই সকল স্থান এইক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিয়াছে। আমাদের যে রূপ সাধনা ফলও আমাদের সেইরূপ হইবে। যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা ভারতে এক কালে মানুষ গঠিত হইত —এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জীবিকার্জ্জনের কঠোরতায় মানুষের ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত হওয়াতে নৈতিক শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। রাজনীতি সমাজের প্রধান স্থান অধিকার করায় ধর্ম্ম নীতির আর স্থান নাই। যে ভাবে বাঙ্গালী জাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মালোক প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণীর উপর মানুষ নির্ভরশীল হইতে না পারিলে --মানুষ আশা শূন্য হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য হইত। কিন্তু ভগবানের ইহা ইচ্ছা নয়। তিনি পাপীর উদ্ধার সাধনে, অধর্ম্ম ধ্বংস করিবার জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া মানবের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "Hate sin, but love the sinner"— অধর্ম্মকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ভালবাসিবে। পাপী উদ্ধার প্রার্থী তাহাকে উদ্ধার কর। প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রাণ মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা প্রত্যেক কার্য্যের দোষ অনুসন্ধান করি। মাছির ন্যায় পচা ক্ষত খুঁজিয়া বেড়াই আমরা উজ্জ্বল দিকটী দেখিবার জন্য অভ্যস্থ নহি। "We should look to the bright

side of everything." প্রত্যেক শান্তিকামী মানবের এই মহাবাণী হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে স্তরে যাহাতে অনবরত প্রতিধ্বনি করে তাহা করিতে হইবে। নতুবা বাঁচিবার আশা দুরাশা। যে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা ভারতের স্থান পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ শোচনীয় কেন হইল ইহা ভাবিবার বিষয়। কি পন্থা অবলম্বন করিলে ভারত আবার তাহার স্বস্থান লাভ করিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। "We can not stand still; as soon as progress ceases, retrogression commences"—আমাদিগকে ভাবী উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে। দেশকে পুনরায় তাহার স্বস্থান অধিকার করাইতে হইলে মানুষ গড়িতে হইবে। শৈশবেই ইহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তাই বিদ্যালয় গুলির দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ আবশ্যক। শিক্ষক ও অভিভাবকগণকে নিজেরা সৎপথে থাকিয়া সুকুমার মতি বালকগণের চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদের আদর্শ পূত চরিত্র প্রকট করিতে হইবে। 'Example is better than precept' এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিতে হইবে। তাই অগ্রে শিক্ষক গণকে ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষক নিয়োগ সময়ে শিক্ষক মহাশয়দের নৈতিক দিকটা দেখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করি নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি মণ্ডিত হইলেই, "অজ্ঞাত কুল শীল" তথা কথিত মানবকে সাদরে আমাদের বালকগণের চরিত্র গঠন ও শিক্ষার ভার দিয়া থাকি। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। বালকগণও শিক্ষক গণের শিক্ষার আদর্শে শিক্ষিত হইয়া সংসারের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া সংসারকে সয়তানের আবাস স্থানে পরিণত করিতেছে। বালকেরা সর্ব্বদা যাহা দেখে বা শুনে তাহাই অনুকরণ করে। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে নির্ম্মল ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা উপস্থিত রাখিতে হইবে। তবেই আমরা তাহাদিগকে মানুষ করিবার আশা করিতে পারি। কেবল মাত্র শিক্ষকগণ দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে না। বাটীর অভিভাবকগণকেও বাক্যে ও কার্য্যে পবিত্র ভাবে থাকিতে হইবে। নতুবা বালকদের হৃদয়ে দুর্নীতির বীজ অঙ্কুরিত হইবে, ক্রমে তাহা মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে, এবং আবশ্যক মনে করিলেও বালকগণ উহা হৃদয় হইতে উন্মুলিত করিতে পারিবে না। সামান্য একটী মাত্র নীতি যদি প্রথম হইতে বালক হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই বালকগণকে উন্নত করা চলে। সত্য কথা বলিবার সাহস থাকিলে

অন্যান্য সমস্ত নীতি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। তাই আমরা কবিকে বলিতে শুনিয়াছি—

সত্যেনার্ক প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

এক সত্যই জগতকে রক্ষা করিতেছে— করিবে। অথচ এই ধ্রুব 'সত্যই' আমরা পালন করায় আবশ্যকতা দেখিনা। মিথ্যা কথা না বলিলে চলে না ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধারণা হইয়া পড়িয়াছে। ভারত বিজয়ী লর্ড ক্লাইব সম্বন্ধেও ইহা "Political Diplocy" রাজ নৈতিক ফন্দি নামে অভিহিত। সাংসারিক হিসাবে ইহার কথঞ্চিত আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি করিতে চাহেন তাহাদের নিকট মিথ্যা কথনের কোন আবশ্যকতা নাই। আর বিদ্যা শিক্ষার সময়ে ইহার আদৌ কোন দরকার নাই। এই একমাত্র নীতি হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্ক করিতে পারিলে, অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তি সহজেই অপসারিত হইবে।

তাই বালকগণ যাহাতে সদা সত্য পথে থাকিয়া সত্য কথা বলিয়া, সত্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যত্ন লইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্খা করিতে পারি। —নতুবা ভাষা, গণিত, ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে মানুষ করিতে পারিব না। এ বিষয়ে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে বালকগণ সহজে এই সুনীতি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। ক্রমে ইহা আমরা প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করিব।

চিত্রকর।

কর্ণাটের রাজা।— অসীম ছিল তার ক্ষমতা। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তার সভা বসত। সভায় সবাই স্থান পেত-ধনী দরিদ্র, রাজা, প্রজা।

সব চেয়ে রাজা ভালবাসতেন চিত্রকর। অনেক চিত্রকর তাঁর কাছে আসত আর তারা তাদের নূতন তুলীর টানে জগতের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র, তাদের আরো সুন্দর আরো রহস্য-ময় ক'রে তুলত।

—একদিন নূতন প্রভাতের সঙ্গে —এক তরুণ তাঁর সভায় এল, হাতে একটী লাল রংয়ের তুলী। তার মুখ খানি ছিল দারিদ্রে ম্লান, তার চোখ ছিল প্রতিভার তীক্ষ্ণ আলোতে উজ্জ্বল। সে বল্লে, সে চিত্রকর। রাজ সভায় থাক্‌তে চায়। রাজা তাঁর দ্বারীকে বল্লেন এক খানি আসন দিতে তার জন্য।

রোজ সকালে চিত্রকরেরা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁক্‌ত, আর নবীন চিত্রকর সে এক কোণে ব'সে তুলী দিয়ে পটের উপর রঙের ছাপ দিত। সবাই তার ছবি দেখে বলত ছি ছি, কেউ বলত তুমি আমাদের মাথা হেঁট করলে, কেউ তার হাত থেকে তুলী টেনে ফেলে দিত। এমনি ভাবে শত অবজ্ঞার ভেতর দিয়ে তার দিনগুল কেটে যেত। কিন্তু রাজা তাকে অবহেলা করেন নি। তার করুণ মুখ খানি দেখ্‌লে রাজার হৃদয় কিসের ব্যাথায় যেন ভরে উঠত। তিনি সে চিত্রকরকে বড় আপনার করে নিয়েছিলেন।

দোল পূর্ণিমা এল। —চারিদিক ফাগুয়ার রঙে রাঙ্গা হয়ে গেল। রাজা বল্লেন ফাগ পূর্ণিমায় যে সব চেয়ে সুন্দর ছবি আঁক্‌বে সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর আর সে উপহার পাবে তাঁর গলার বহুমূল্য মুক্তার হার।

তখন নিশীথ রাত্রি। —চাঁদের আলো আলোকের ফুলঝুরির মত দোলের দিনের রাঙ্গা ধরার উপর ঝরে পড়ছিল। রাজা চিত্রকরদের কাছে গিয়ে তাদের ছবি দেখলেন, কিন্তু নবীন চিত্রকরকে দেখ্‌তে পেলেন না। তিনি প্রাসাদে এলেন। নদীর ধারের ছোট ঘরটী যেখানে সেই তরুণ চিত্রকর থাক্‌ত সেই ঘরের দিকে গেলেন তখন সে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল! তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ভীমা নদী, পূর্ণিমার জোয়ারের টানে তার বুকের ব্যথা গুমরে উঠে ছিল —সে তীরের উপর আছ্‌ড়ে পড়ে তার মরমের ব্যথা জানাচ্ছিল। রাজা ঘরে ঢুকলেন তখনি চম্‌কে উঠলেন। সেই ঘরে ছিল সেই তরুণের প্রাণহীন দেহ খানি প'ড়ে। তার বুকে বেঁধান ছিল এক খানি ছোরা, আর তার দেহের পাশে খানিকটা রক্ত পটের উপর পড়ে ছিল। তাতে তার সেই লাল রংয়ের তুলীটী ডুবান। পট ফাগুয়ার রঙ্গে রাঙ্গা দুনিয়ার মতই রাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল।

রাজার দেহ অচল হয়ে গেল। তিনি বসেপড়লেন, তাঁর কাণের কাছে কে যেন বল্‌তে লাগল "ওগো! এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন?" তার কাছে পড়েছিল এক খানি খাতা। রাজা সে খানি তুলে নিলেন। সে খাতা খানিতে রক্ত দিয়ে যা লেখা ছিল রাজা

পড়লেন। তার ভিতর লেখা ছিল— "ওগো রাজা! ওগো আমার বন্ধু! আজ বিদায়, —আমি এসেছিলাম তোমার কাছে শুধু বহুদিনকার স্মৃতির টানে। তুমি রাজা আমি তোমার চিত্রকর। আগে তোমার স্নেহ বুঝতে পারি নাই। আজ মরণের পথে তোমার স্নেহ আমার হৃদয় দ্বারে এসে পৌঁছেছে, সেই স্নেহের প্রতিদান —ওগো আমার হৃদয়ের রাজা আমার এই ফাগ পুর্ণিমার ছবি —আর এই খাতা। ভাই! এ আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা —আজ বিদায়।

রাজা সেই ছবি খানি তুলে মাথায় নিলেন। তার প্রাণ হীন দেহ খানির দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন "বন্ধু! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। কিন্তু ভাই, তোমায় পেয়ে হারানর চেয়ে না পাওয়াই যে ছিল ভাল।"

রাজা ধীরে ধীরে তার গলার মুক্তার মালা খুলে সে প্রাণ হীন তরুণের গলায় পরিয়ে দিলেন ——

পৃথ্বীশচন্দ্র সেন
প্রথম শ্রেণী।

বসন্ত সমাগমে।

বসন্ত-পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন,
আনন্দে করিবে পূজা জগন্মাতা শ্বেতভূজা
নাচিছে আনন্দে আজি আর্য্যসুতগণ
বসন্ত-পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন।

তাই মা আনন্দে ডাকি আনন্দ দায়িনী
শুভদিনে শুভক্ষণে এস হৃদ পদ্মাসনে
প্রীতি উপহারে আজি পূজি পাদুখানি।
এস মা সুদিনে শ্বেত-সরোজ বাসিনী।

বিবিধ বিটপীরাজি প্রফুল্ল কুসুমে সাজি
নবীন পল্লব নব মঞ্জরী ভূষণে
হাসিছে প্রকৃতি দেবী প্রফুল্ল আননে।

গুন গুন্ রব তুলে ধায় অলি নানা ফুলে
মন প্রাণ মুগ্ধ হয় কোকিল কূজনে
শরীর জুড়ায় আহা ! মলয় পবনে।

তব আগমনে মাতঃ! ভারত আনন্দে রত
জগত-আনন্দ তুমি ভূবন মোহিনী,
এস মাতঃ শুভদিনে অরাতি নাশিনী।

বিমল জাহ্নবী জলে ধোয়াইয়া কুতূহলে
অভিষেক করি আজি হরষিত মনে,
এস মাতঃ বিশ্বরমে ! এই শুভক্ষণে।

তব যোগ্য উপহার কিছু না পাইয়া আর
ভক্তি ভরে শ্রীচরণে বীণা যন্ত্রখানি
মহানন্দে তপোধন দিলেন আপনি।

আমি অতি অভাজন কোথা পাব পুষ্পধন
কেমনে পূজিব তব চরণ দু'খানি ?
কিন্তু মাতঃ অবিরত জগতে জননী
নির্গুণ সন্তান প্রতি, কর কৃপা স্নেহ মতি
বসন্ত পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন
আনন্দে করিবে পূজা জগম্মাতা শ্বেতভূজা
আর্য্যসুতগণ আজি আনন্দে মগন
মধুর অধরে সবে কর উচ্চারণ :—

"জয় ভারতীর জয় জয় ভারতেরজয়"
জাগুক ভারতবাসী, করুক শ্রবণ
ভারতী পূজায় বঙ্গে আনন্দ কেমন।

শ্রীঅনাথ বন্ধু সরকার
দ্বিতীয় শ্রেণী।

খুলনার মেলা।

((০ঃ))

নির্ব্বিঘ্নে বহুদিন অতীতের অঙ্কে বিলীন হইল, শুনিয়াছিলাম খুলনা নগরীতে প্রদর্শনীর মেলা বসিয়াছিল, যদিও প্রত্যক্ষ করি নাই তথাপি সম্ভবপর বিবেচনায় প্রত্যয় করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে মাঘ মাসের ৩১শে তারিখে পূর্ব্বশ্রুত কথা প্রত্যক্ষ করতঃ পূর্ণ বাসনার সঙ্গে আমার জন্মভূমি সুজলা সুফলা শস্যরত্ন প্রসূতা খুলনা জননীর কল্পনা-রচিত রাতুল চরণে নীরবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। মেলার জন্য মুক্ত মাঠে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গৃহ রচিত হইয়াছিল। জেলার অন্তর্ভূত অনেক গ্রাম হইতে বহু জন মণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিবস sport এ কৃতকার্য্যতা ও পারদর্শীতার জন্য অনেকে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। খুলনার প্রায় প্রত্যেকে আমোদের তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া ছিলেন। কোথা হইতে যেন বিদ্যুদ্দামদীপ্ত আলোক শিখা দশ দিনের জন্য খুলনা নগরীকে হাস্যলোলে মুখরিত করিয়া তরাসে কোন সুদূর অন্ধকারের সঙ্গে মিলাইয়া গেল। বহুদিনের হৃদয় পোষিত গুপ্ত বাসনা কামনা রাশি বুকে ধরিয়া প্রথম দিবসে প্রদর্শনীতে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারই জন্মভূমি জাত শস্য-রত্ন ও নানাবিধ মানস- মোহন নয়ন-রঞ্জন সুন্দর সুসজ্জিত দ্রব্য সম্ভার দর্শনে আনন্দে আহ্লাদে গৌরবে, আবেগে ও কৃতজ্ঞতায় আমার স্তব্ধ বুক খানি ভরিয়া উঠিতেছিল। কত করিয়া দেখিয়াও যেন বাসনা তাহার আকুল বাসনার নিবৃত্তি সাধন করিতে পারিতেছিল না। তাই বাসনার অনুরোধে বার বার অপ্রবৃদ্ধ নয়নে অবাক হইয়া দেখিতে ছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের

স্বভাব সহজ সুরে চির স্নেহ-স্নাতা করুণাময়ী মায়ের সঙ্গীত আবৃত্তি করিতেছিলাম—সেই

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা
তুমি 'মা' আমার জননী
করুণ চরণে কুসুম ভূষণে
তুমি 'মা' করুণা রূপিনী
তোমার আকাশ বাতাস পোরা
চির মধুর গীতির ছন্দে
তোমারই কুঞ্জ কানন ভরা
মিষ্ট মধুর কুসুম গন্ধে
মমতা মাখান 'মা' তোর বাণী
আশার সুধায় পোরা
শীতল কোমল বক্ষে 'মা' তোর
স্নেহ পীযূষ ধারা——য়

আমাদের শরীর পরিপুষ্ট। করুণা প্রতিমা মায়ের প্রসাদাৎ আজ আমরা মাকে চিনি না। মুক্তকণ্ঠে ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে একবার পরাণ খুলিয়া 'মা' বলে ডাকি না। মনে মনে ভাবিতে ছিলাম—ধন ধান্যে, শিল্পে পণ্যে আমাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ অথচ আমরা আমাদের কঠোর জঠোর জ্বালা এবং মায়ের ব্রীড়া দূর করিতে অসমর্থ। তাই বড় মলিন মর্ম্ম মাখা ক্ষীণ ভগ্ন ব্যাথা ব্যাঞ্জক স্বরে মাকে বলিতে ছিলাম——

আমরা তোমার প্রসাদে ধন্য
আমরা, তোমার কৃপায় ধন্য
কেনগো আমরা তুচ্ছ হীন্ 'মা'
ঘৃণ্য দীন নগন্য
সুজলা সুফলা তুমি মা যাদের
বিতরিছ পরমান্ন
তাদের কেন গো অভাব দুঃখ
তাদের কেনগো দৈন্য—

আমরা বিলাস-পঙ্কিল সাগরে অঙ্গ বিন্যাস্ত করিয়া দীনতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। আমাদের দেশে সমস্তই হয় তথাপি আমরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আমাদের নিজের অভাব নিবারণের জন্য চেষ্টা করি না। এই রূপ মনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্য দেব ঈষল্লোহিত-আভায় বিশ্রামার্থ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। ধূসর বাস সমাবৃতা সন্ধ্যা সতীর আগমনারতির সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যাভিনয় কুহক কোকিলের কোমল কণ্ঠ বিনিস্মৃত ললিত-মধুর সুরস সঙ্গীত ঝঙ্কারে, বংশী ধ্বনি মত্ত কুরঙ্গের ন্যায় খুলনাবাসী দলে দলে অভিনয়াগার খুলনা রঙ্গমঞ্চের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ ভাস্কর এতৎক্ষণে এই হৃদয় বিদারক মর্ম্মভাঙ্গা দৃশ্যাবলোকনে বিষাদে করাঘাত নিসৃত রুধির সিক্ত ললাটে অন্ধর যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। খুলনা প্রকৃত আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া এখন বিষাদে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। 'মা' কত অত্যাচার ঝঞ্ঝা-ঝটিকা নিদাঘ আতপ তাপ সহ্য করতঃ বুকের শোনিত জল করিয়া শস্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন। আজ পুত্রেরা তাহার কোলের রত্ন রাজি লইয়া, অকাতরে অবিকল চিত্তে অভিনয়ের চরণে উপহার দিতে ছুটিয়াছেন। খুলনা জননী কত করুণ ক্রন্দন আর্ত্তনাদ হা হুতাশ করিলেন, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। কেউ তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন না, দুঃখে দুঃখিত হইলেন না। তাঁর নীরব ক্রন্দনাশ্রু নীরবে নিরাশ মরুর সহিত মিশিয়া গেল। সকলেই সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ ব্যয়ে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইয়া অভিনব অভিনয়ের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। দশ দিন সমান ভাবে অর্থের শ্রাদ্ধ হইল। হায়! যাহাদের পরিবারবর্গ এক মুঠা অন্নের জন্য লালায়িত, আকুল তৃষ্ণায় যা'দের প্রাণ ওষ্ঠাগত আর্ত্তনাদে হাহাকারে কাতর করুণ ক্রন্দনে যাহাদের গৃহ পরিপূর্ণ, একখানি বস্ত্রের জন্য ঘরের মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না, দারিদ্র্য কবলে নিষ্পেষিত ভাই যাহার ভায়ের নিকটে করুণ প্রার্থনায় এক কপর্দ্দক ও পাইতে বিমুখ, আজ তাহারা অকাতরে অর্থ ব্যয়ে চিত্তের পরিতুষ্টি সাধন করিতেছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় মহাশক্তিশালিনী, জগত তারিণী পতিতোদ্ধারিণী মহামায়া কুণ্ডলিনী শক্তিভূতা মাতৃবৃন্দ আজ তাঁহাদের মহাশক্তিকে ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়ের মহাশক্তির অপলাপ দর্শনে তাঁর হৃদয়ের বেদনা ভার জাগিয়া উঠিল। সে ব্যথা অপর কেহ বুঝিল না। বুঝিল

শুধু উপরে নিস্তব্ধ অসীম আকাশ, বাতাস আর সাগরের তরঙ্গ। স্মরণের জন্য দুই ফোটা মলিন অশ্রু রাখিয়া বলিলেন— "একদিন বুঝিবে, সময় সকলকে জানাইবে।"

যে দিন অনুতাপ তপ্ত নীরব অশ্রুতে মরণে বরিতে যাইবে, মোহান্ধতা ঘুচিয়া বিবেকের কঠিন কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইবে, যে দিন আমার আমার বলিয়া পরাণ ভরিয়া কাঁদিবে, যে দিন পরের ব্যথায় ব্যথিত হইবে, সে দিন আমার ব্যথা কেমন হৃদয় পঞ্জর ভাঙ্গা আমার তপ্ত অশ্রু কত মর্ম্ম বিদারক বুঝিতে পারিবে।

অনন্তর দশম দিবসের শেষ ভাগে জনতার সংখ্যা হ্রাস পাইল, অন্যান্য স্থান হইতে মনোনীত জিনিষ যে যাহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়া ছিলেন দক্ষতানুযায়ী কৃত কর্ম্মে পুরস্কৃত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
৫ম শ্রেণী।

"দেহরাজ্য"

মানবদেহ বাস্তবিকই একটী ক্ষুদ্র রাজ্য—এই রাজ্যের রাজা জীবাত্মা। তিনি হৃদয় নামক নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসন কার্য্যাদি পরিচালনা করেন। মন, জীবাত্মার মন্ত্রী ও সত্য বিবেক প্রভৃতি বিজ্ঞ মহোদয়গণ সভ্যরূপে সভালঙ্কৃত করেন। রাজা জীবাত্মা বিচক্ষণ হইলেও সুবিজ্ঞ মন্ত্রী মনের উপরই সমস্ত রাজ কার্য্যের ভারার্পন করিয়াছেন। অধিকন্তু মনের কয়েকজন সহকারী আছেন। তাহাদের সহায়তায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে মন নিষ্কণ্টকে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। হঠাৎ শত্রু-দল জয়ের আশায় আক্রমণ করে, তখন জীবাত্মা শত্রু বিদুরণার্থে মন্ত্রী মন ও তদীয় সুশিক্ষিত সৈন্য সমূহকে বিবেকের সৈনাপত্যাধীনে প্রেরণ করে। এইরূপ যত্ন ও চেষ্টার ফলে অনেক সময়ে শত্রু পরাজিত হয়। পক্ষান্তরে পরাজয় ও ঘটে। তখন দলাধিপতি পাপ ও তাহার

দলস্থ অবিবেচনা অসত্য প্রভৃতি রাজ, জীবাত্মাকে বন্দী করে। মন তখন পাপের আজ্ঞানুযায়ী তাহার মন্ত্রীত্ব করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে সত্য, বিবেকাদি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হন এবং মহারাজের পরমমিত্র ধর্ম্ম ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া তাড়িত হন। প্রথম প্রথম মন্ত্রী মন বন্ধুবর্গের ও রাজার বিরহে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হন। পাপ মন্ত্রীকে প্রভুত্ব পূর্ণস্বরে বলেন—মন! তোমাকে আমার এই নববিজিত হৃদয় নগরের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিলাম। এখন তুমি তোমার পূর্ব্ব প্রভুর ধনাগার ও কারাগার খুলিয়া দাও। মন তখন বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ও দ্বার খুলিয়া দেন তন্মধ্যাস্থিত অমূল্য রত্নসকলের সমুজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত হৃদয় নগর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পাপ সেই ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে না পারিয়া ধনাগারের প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও দয়া রত্ন অতল বারিধি তলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহ মার্জ্জিত করে এবং তথায় নিজ মনোবাঞ্ছিত রত্নাদি স্থাপিত করে। এই ঘটনায় পরক্ষণেই পাপ প্রসন্নবদনে মনকে বলে—এখন তোমার পূর্ব্ব রাজার কারাগৃহ কোথায় দেখাও। তখন মন বাধ্য হইয়া দৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত কারাগৃহ দেখান। এবং বিনীত বচনে বলেন— মহারাজ! এই কারাগৃহের দ্বার খুলিবেন না তাহা হইলে পূর্ব্ব শত্রুগণ বহির হইয়া আপনার নববিজিত রাজ্য আক্রমণ করিবে। পাপ বলে— মন্ত্রী তুমি এখন আমার আজ্ঞাধীন। আমার আজ্ঞা পালন কর। অগত্যা মন্ত্রী কারাগৃহের দ্বার খুলিয়া দেন—তখন ভীষণ শব্দে ছয়জন পরাক্রান্ত শত্রু বহির্গত হয় এবং প্রফুল্লবদনে পাপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। পাপ তখন সম্মুখে স্ফীত বক্ষ শত্রুগণকে দর্শনে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আহ্লাদ জড়িত বচনে বলেন—"তোমাদের এখন কোন ভয় নাই এখন এরাজ্য আমার অধিকৃত"। এইরূপে পাপ মহিষী কুচিন্তা রাক্ষসীরও আবির্ভাব হয় এবং পাপ সদল বলে পূর্ণবেগে রাজ্য চালাইতে থাকেন। এই অবস্থার মানবের পূর্ণ অধঃপতন হয়। জীবনে প্রত্যেকেরই এরূপ একাধিকবার ঘটিয়া থাকে। অতএব স্ব স্ব স্বীয় মনের সহিত মিশাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ জ্ঞান ও চেষ্টা থাকিলে প্রত্যেকেই এই জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ—
দ্বিতীয় শ্রেণী।

প্রতিজ্ঞা ও সদুক্তি।

১। কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাজে, এই সত্য, অন্য সব বাজে।

২। যত দিন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিব তত দিন যদি দিবসে নিদ্রা যাই, কোন ও বদ খেলা খেলি, অলস ভাবে বসিয়া থাকি তবে যেন আমার সদগতি না হয়।

৩। একান্ত মনোযোগী, দৃঢ় অধ্যবসায়ী এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া পাঠ্য বিষয় অনুশীলন করা উচিৎ।

৪। যেখানে চেষ্টা সেইখানে সফলতা। বিনয় সকল সময় সকলের নিকট প্রিয়।

৫। হৃদয় হইতে ক্রোধ, দর্প ও অভিমান উৎপাটিত কর, কেবল পরোপকার ও ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। এ সংসার কদিনের জন্য? পবিত্রতা, প্রেম ও উল্লাস পোষণ যথার্থ উপাসনা—

৬। যদি পৃথিবীতে পরাস্ত করিতে চাও, তবে ক্ষমার বর্ম্ম পরিধান কর।

৭। যিনি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করেন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করেন।

৮। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে সংযত কর।

৯। শরীর বাক্য ও চিত্তকে শাসন কর।

১০। দৃষ্টিকে যে শাসন না করে সে নিশ্চয়ই কুপথগামী হয়।

১১। বৃথা দুঃখ করিও না সন্তুষ্ট থাক, ধৈর্য্য ধারণ কর, সংসারে এরূপ জীবন যাপন কর যে মরিলে লোকে মৃত্যু না বলে।

১২। রজ্জু ছিন্ন হইলে ঘট যেমন তমসাচ্ছন্ন কূপমধ্যে নিমগ্ন হয়। ভক্তি শূন্য হইলে আত্মাও তেমনি মহা মোহময় সংসার মধ্যে নিমগ্ন হয়।

১৩। পার্থিব সুখ তুচ্ছ। যাহারা উহাকে মূল্যবান মনে করে তাহারা আরও তুচ্ছ।

১৪। যিনি হর্ষ ও শোক-ভার হইতে বিমুক্ত তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

১৫। বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি আসক্তিই উন্নতির মূল, কামনার দ্বারা স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হয়!

১৬। পরমেশ্বরের কার্য্য কর, ফল আশা করিও না তিনি সময়ে ফলের বিধান করিবেন।

১৭। হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদূরিত কর তাহা না হইলে কর্ত্তব্য তোমার হৃদয়ে হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইবে।

১৮। যখন তুমি ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হও তখন কথা বলিও না। কেন না তখন যাহা বলিবে তাহা সুবিবেচনা সম্মত হওয়া অসম্ভব।

(To be cotinued)

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সরকার—
তৃতীয় শ্রেণী।

গান।

সবার মাঝে শুনি' তোমার
আনন্দ গান বাজে,
আজি, বাদল সন্ধ্যে বেলায়
আমার যত কাজে।
সকল আকাশ ব্যথায় ভরা,
নয়ন জলে ভাসায় ধরা,
তারই মাঝে পাগল করা
অজানা সুর রাজে।
আজি বাদল সন্ধ্যে বেলায়
শুনি' আপন কাজে।
প্রভু, তোমার সে সুর খানি
সদা সকল রূপে,

ঘুরে' বেড়ায় সবার পাশে
নীরব চুপে চুপে।
মোহিনী সেই গানের বাণী,
সবার মাঝে হারায়, জানি,
শুধু আমার পরাণ খানি
হারায় তারি' মাঝে।
আজি বাদল সন্ধ্যে বেলায়
আমার যত কাজে।

শ্রীনিরঞ্জন চাটার্জি
চতুর্থ শ্রেণী।

Queries.

—:0:—

(1)

Double N, double O, L and D
Compose the word and say to me.

(2)

What word contains all the Vowels,
and in their proper order?

Assiruddin Ahammad.
2nd class.

গৃহলক্ষ্মী।

——:():——

হরিচরণ বাবু কলিকাতায় কোন কলেজে বি, এ পড়িতেন, তাঁহার বাড়ীর অবস্থা বড় স্বচ্ছল ছিল না, বাল্যকাল হইতেই তিনি বহুকষ্টের মধ্যে লালিত পালিত হন, তাঁহার পিতা রামতারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি বহুকষ্টে হরিচরণ বাবুকে বি, এ পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার ধারণা ছিল মহৎ, তিনি আশা ক'রেছিলেন হরিচরণ বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার দুঃখ ঘুচাইবে এবং দেশের ও দশের নিকট শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হরিচরণ বাবু যে বৎসর বি, এ পরীক্ষায় খুব যশের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই রামতারণ বাবু ইহজগতের সকল রকম সুখ-শান্তির আশা মিটাইয়া এবং পত্নী-পুত্রের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল হরিচরণ বাবু কৃতিত্বের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বি, এ পাশ করিয়া হরিচরণ বাবুর লেখাপড়ার আশা মিটিল না, তিনি এম, এ পড়িবার নিমিত্ত অনেক ধনবান ব্যক্তির নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

কিন্তু এ দেশ যে আমাদের স্বার্থের, সুতরাং দরিদ্র হরিচরণকে নিঃস্বার্থে কেহই সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া হরিচরণ বাবু এম, এ পড়িবার আশা ত্যাগ করিলেন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধা জননী স্বামী শোকে বিহ্বলা হইয়া দিন দিন তাঁহারই অনুগমনের চেষ্টা করিতেছিলেন, ক্রমে নিঃসহায় দেখিয়া ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ইহ জগতের মিয়াদ পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। এখন তিনি মনে করিলেন "জীবনের কোন আশাই তো পূর্ণ হইল না, তবে মৃত্যুকালে এখন যদি পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া যাইতে পারি তবে কতকটা শান্তিতে মরিতে পারিব।" এই মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের জন্য

ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক চেষ্টার পর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করিলেন, কিছুদিন পরে শুভক্ষণে এবং শুভলগ্নে ঢাক ঢোল বাজাইয়া পুত্র হরিচরণ নব বধূ লইয়া যখন বাড়ী আসিল, তখন তাঁহার বৃদ্ধা জননীর অন্তরে এই আনন্দের মধ্যে বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে ব্যধির তাড়নায় তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং পতিশোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া কিছুদিন পরে সেই পতির উদ্দেশেই যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাতৃপিতৃহীন নিঃসহায় হরিচরণ বাবুর পক্ষে সংসার চালান বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল! তখন তিনি স্বীয় পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া চাকুরীর জন্য কলিকাতায় আসিয়া বহুচেষ্টার পর ভাগ্যগুণে এক সরকারী অফিসে পঁচাশি টাকা বেতনে একটী চাকুরী পাইলেন। এতদিন পর ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় তাঁহার উপর সুপ্রসন্না হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার পিতামাতা এ সুখ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, মাস তিনেক চাকুরী করিবার পর হরিচরণ বাবু কলিকাতায় একটী ছোট খাট রকমের বাড়ী ভাড়া করিয়া পত্নীকে লইয়া আসিলেন, এখন ভগবানের কৃপায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তাঁহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল, ভাগ্যদেবী যখন সুপ্রসন্না হন তখন চারিদিক হইতেই উন্নতি হয়, ক্রমে হরিচরণ বাবুর বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল হরিচরণ বাবুর চাকুরী হইয়াছে, ইহারই মধ্যে অফিসে তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার গুণে ও কার্য্য কলাপে অফিসের বড় বাবু তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট, ক্রমে তাঁহার বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান এবং প্রতিপত্তি ও বাড়িতে লাগিল, এখন তাঁহার মাসিক বেতন আড়াইশত টাকা। আয়ের তুলনায় তাঁহার ব্যয় অতি সামান্য, সুতরাং মাসে মাসে তাঁহার বেশ কিছু জমিতে লাগিল। মান সম্ভ্রম এবং অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান এই নব দম্পতিকে একটী পুত্ররত্নে ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন, বহু যত্নে তাঁহারা পুত্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন,. পুত্রের নাম রাখিলেন সত্যেন, ক্রমে মাতাপিতার একমাত্র স্নেহের সত্যেন যখন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল তখন মহাধুম ধামের সহিত গভীর আশার বোঝা বুকে নিয়ে তাঁহারা তাহার হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে

আরম্ভ করিলেন এবং সঞ্চিত টাকা দিয়া সত্যেনের নামে কলিকাতায় বড় একটী দোকান করিয়া, কর্ম্মচারী দ্বারা দোকান চালাইতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের আদরের সত্যেন দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্লাসে সে সব চেয়ে ভাল ছেলে, সে যেমন বিনয়ী, নম্র এবং বুদ্ধিমান সেইরূপ একাগ্রচেতা, সত্য নিষ্ঠ এবং মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিল। তাহার এই সমস্ত গুণে শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সে প্রতি বৎসর প্রথম হইয়া ক্লাসে উঠিতে লাগিল এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পনর টাকা বৃত্তিলাভ করিল। তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ, তাহার পিতামাতার তো আনন্দের সীমা নাই। এখন হরিচরণ বাবু ছেলেকে আই, এ পড়াইবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সত্যেন ও বেশ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল।

এদিকে আজ প্রায় আঠার বৎসর হইল সত্যেনের পিতা হরিচরণ বাবু সেই অফিসেই চাকুরী করিতেছেন, এখন তাঁহার মাসিক বেতন তিন শত টাকা। সরকারী অফিসের কাজ, সুতরাং পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই অবসর। কিন্তু তাহার চাকুরীর মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জীবনের মিয়াদ পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কারণ দরিদ্র হইলেও, যে হরিচরণ বাবু বাল্যকাল হইতে রোগ পীড়া কাহাকে বলে জানিতেন না, তিনি আজ ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত। আজ আট দিন হইল হরিচরণ বাবু দুরন্ত বসন্ত রোগে ভুগিতেছেন, ডাক্তারেরা বহুচেষ্টাতেও বড় কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। হরিচরণ বাবুর পত্নী আহার নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়া নিয়ত স্বামীর সেবার নিরতা। তাঁহার দিবা রাত্রি বা আহার নিদ্রার দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল কিসে স্বামী তাঁহার সুস্থতা লাভ করেন, কিসে স্বামীকে সুখী করিতে পারেন, কি করিলে স্বামীর স্বস্তি লাভ হয় দিবা রাত্রি কেবল তাঁহার সেই চিন্তা। শেষে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় করুণ হৃদয় ভগবানের বুঝি করুণার উদ্রেক হইল। স্বামী তাঁহার দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। শেষে যখন তাঁহার ঐকান্তিক সেবা ও শুশ্রূষার গুণে তাঁহার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার পরে এক দিন মায়ের অনুগ্রহ হইল, ক্রমে তিনি সেই ভীষণ ব্যাধির তাড়নায় শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে

ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, পাঁচদিন রোগ ভোগের পর মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল এবং কোন সুচিকিৎসক মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

সকলেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "এতদিন মা লক্ষ্মী পত্নীরূপে আপনার গৃহে ছিলেন, এখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ায় তিনি স্ব স্থানে প্রস্থান ক'রেছেন ; তাঁহারই ভাগ্য গুণে বিবাহের পর হ'তে আপনি দুঃখ কাকে বলে জ'নতে পারেন নি। যে দিন তিনি শুভক্ষণে আপনার গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন, সেই দিন হ'তে অভাব অভিযোগ সব যেন মহাভয়ে আপনার গৃহ হ'তে পলায়ন ক'রেছে সেই লক্ষ্মী স্বরূপিনী পত্নী যখন আপনাকে ছেড়ে চ'লে গে'ছেন তখন আপনার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না।"

আত্মীয়বর্গের কথাই হরিচরণ বাবুর খাঁটিয়া গেল, পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুতেই হউক অথবা ভীষণ রোগে ভুগিয়াই হউক কিম্বা পূর্ব্বের ন্যায় সাবধান অভাবেই হউক তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। শেষে একদিন রাত্রে তাঁহার অনবরত ভেদ বমি আরম্ভ হইল। তিনি স্পষ্টই বঝিতে পারিলেন যে, সুবিধা বুঝিয়া এতদিন পর ভীষণ কলেরা রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এবার তিনি জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। কাজেও হইল তাই; তিন দিন হইতে না হইতেই যম আসিয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া লইল। এইরূপে পত্নীর মৃত্যুর মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই হরিচরণ বাবু তাঁহারই সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

আসুন পাঠক পাঠিকাগণ, এখন দেখা যা'ক মাতৃপিতৃহীন নাবালক সন্তানের অবস্থা কি হইল।

পিতামাতার একমাত্র স্নেহের সন্তান তাহার জনক জননীর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে বড়ই শোকার্ত্ত এবং নিরুপায় হইয়া পড়িল। সে, সবে মাত্র এইবার আই, এ পাশ করিয়া বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইত, কিন্তু পিতামাতার এরূপ হঠাৎ মৃত্যুতে সে তাহার কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে তাহার পিতামাতার শেষ কার্য্য করিয়া বি, এ পড়িবার জন্য দোকানের কর্ম্মচারীদের নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝিয়া দোকানের মালপত্র একরূপ বিলাইয়া দিয়া অর্থাৎ যৎসামান্য মূল্য লইয়া এবং দোকানের তহবিল লুটিয়া নিজ নিজ

স্বার্থ বজায় রাখিয়া সত্যেনকে পথের ভিখারী করিয়া তৎপূর্ব্ব দিবসই নিজ নিজ অভিপ্রেত স্থানে গমন করিয়াছে। সত্যেন এই ঘটনা শ্রবণে মনে করিল সমস্ত জগৎটা যেন তাহার পায়ের নীচে দিয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে।

দারুণ ক্রোধেও ক্ষোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল. এ স্বার্থপর জগতে থাকিতে তাহার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা রহিল না, সে বুঝিল এ জগৎ ভীষণ স্বার্থপর. এখানে মঙ্গলের আশা কম। তখন তাহার স্নেহময়ী মাতার কথা মনে হইল. আর মনে হইল সেই পূণ্যশীল পিতার কথা, যাঁহারা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের সকল রকম সুখ শান্তির আশা ত্যাগ করিয়া স্নেহধারা বর্ষণে বহু যত্নে তাহাকে লালন পালন ক'রেছিলেন। সেই জগতের শ্রেষ্ঠগুরু পিতামাতার কথা তখন তাহার মনে পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল যে রাজ্যে তাহার পুণ্যশীল পিতামাতা গিয়া বাস করিতেছেন, সেই অনন্তের রাজ্যে যায়; কিন্তু সে তো তাহার আয়ত্তে নহে, তাহা যে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা, তাই তা'র আশা পূর্ণ হইল না।

সত্যেন এখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, এখন তাহার না আছে সহায়, না আছে ঐশ্বর্য্য। তাহার সেই পূণ্যশীলা জগজ্জননী রূপিনী জননীর সঙ্গে সঙ্গেই সব গিয়াছে। এখন সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এ সমস্ত ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল।

ধৈর্য্য তাহাকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিল না, মন তাহার কিছুতেই স্থির হইল না, তাই সে বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাগল সাজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হায়রে অদৃষ্ট॥ হায়রে নিয়তি! এতদিন যে সত্যেন সুকোমল মাতৃঅঙ্কোপরি লালিত পালিত হইয়া আসিতেছিল, যে সত্যেনের পিতা দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহারই জন্য অগাধ অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, যে সত্যেনের জনক জননী তাহাকে জগতে আদর্শ মানব করিয়া গড়িতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই পিতামাতার একমাত্র স্নেহের, একমাত্র আশা ভরসার স্থল আদরের সত্যেন আজ অভাবরূপ রাক্ষসীর তাড়নায় পাগল সাজিয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে ঘুরিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে? হে অদৃষ্ট! তোমায় শত ধন্যবাদ।

তোমারই ইচ্ছায় রাজা ফকির হয়,
আবার ফকির হয় রাজা,
তুমিই সব কর সুখ, দুঃখ হয়,
তুমিই সর্ব্বতেজা।
তুমি হে নিয়তি সর্ব্ব অধিপতি
সকলের তুমি প্রভু,
তোমার লিখন করিতে খণ্ডন
কেহই নারে গো কভু॥

সত্যেনের অদৃষ্টলিপি বুঝি এইরূপেই লিখিত হইয়াছিল, তাই তাহার আজ এই দশা,' তাই চির সুখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজ সে পাগল, আজ সে অন্নাভাবে ভিখারীর বেশে পথে দাঁড়াইয়াছে। আর কলিকাতার সেই সদা হাস্যোৎফুল্ল বাড়ীখানি আজ অন্ধকার, সেখানে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর মালেক সেই হরিচরণ বাবুও নাই। তাঁহার সেই স্নেহের সত্যেনও নাই, আর তাহার লক্ষ্মী স্বরূপিনী, সর্ব্বসুখ সম্পাদদায়িনী প্রিয়তমা পত্নীও নাই। তাঁহার সেই গৃহলক্ষ্মী, সেই সর্ব্বসুখ সম্পাদদায়িনী পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে যেমন সব পাইয়াছিলেন, তেমনি সেই গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সবই গিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র,
দ্বিতীয় শ্রেণী।



পরেশনাথ ভ্রমণ।

——:[*]:——

পরেশনাথের মন্দির দেখিব বলিয়া বহুদিন হইতে আশা করিয়া আসিতেছিলাম। একদিন বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম যে আমাদের পরেশনাথ দর্শনে যাওয়ার আলোচনা হইতেছে। সেই দিন ১২টার গাড়ীতে তৈজসপত্র বাঁধিয়া আমরা পরেশনাথ দর্শনে যাওয়ার জন্য যাত্রা করিলাম। শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া রাত্রি ৭টার সময় কলিকাতা নগরীর শিয়ালদহ ষ্টেসনে গাড়ী আসিল। তখন, আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ পান্থশালায় একদিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া ধানবাদের টিকিট ক্রয় করিয়া পথে মেনে বসিয়া পড়িলাম। গাড়ী যখন আশানসোলে পৌছিল তখন তথা হইতে কিছু খাবার ক্রয় করিয়া উদর শান্ত করিলাম। যখন ভোরের আলো গাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে আবির্ভূত হন, আমরা ধনবাদে উপনীত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কাতরাসে যাইবার জন্য মোটরে চাপিয়া বসিলাম। ধানবাদ হইতে কাতরাস প্রায় ১০ মাইল হইবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পথে শিজুয়া, পাঁচ গাড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া কাতরাস গড়ের চূড়া দেখিলাম। এখানকার কোন কোন অংশ প্রায় এক তালের ন্যায় উচ্চ এবং কোন কোন অংশ অনেক নিম্নে। সেখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। আমি প্রত্যহ বৈকালে কিছু আহারাদি করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সে যে একটা কি আনন্দ পাইতাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট পাহাড় সম্বন্ধে যে গল্প শুনিতাম। তাহা এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে দেখিয়া মনে যে কি একটা আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। শুধুই যে আনন্দ পাইতেছিলাম তাহাই নহে, অনেক নূতন জিনিষও শিখিয়াছিলাম। সেখানে কত

বিচিত্র রং এর পাথর আছে। আমি তাহা কত কুড়াইতাম। মনে করিয়াছিলাম দেশে যাইয়া আমার সহপাঠী ও শিক্ষকগণকে দেখাইব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আনিতে ভুলিয়া গেলাম। আরও কত বৈচিত্রময় দৃশ্য দেখিয়াছি তন্মধ্যে পরেশনাথ নামক পাহাড়ে জৈনদিগের যে সকল ধর্ম্ম মন্দির আছে তাহাই অতি সুন্দর।

তিনখানি মোটরে পরেশনাথ পাহাড় দেখিব বলিয়া আমরা রওনা হইলাম ; যখন গাড়ীগুলি পাহাড়ের ১০।১২ মাইল নিকটে আসিল তখন পাহাড় নিকটে ভাবিয়া আমরা মোটর চালককে বলিলাম, "এখন আমরা হাটিয়া যাই।" মোটর চালকেরা বলিল পাহাড় এখনও ১০ মাইল দূরে। সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী পাহাড়ের নিম্নে পৌছিল। সেখান হইতে কিছুদূর মোটরে করিয়া পাহাড়ে উঠিবার পর পদব্রজে পাহাড়স্থিত মন্দিরের দিকে রওনা হইলাম। সে স্থানটী যে কত মনোহর তাহা জীবনে ভুলিব না। এখানকার সকল জিনিষেই যেন কি একটা সঞ্জীবনী শক্তি দৃষ্ট হইতেছিল। ক্রমে আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখিলাম, একটি অতি সুন্দর সুসজ্জিত প্রস্তরের পুরুষ মূর্ত্তি রহিয়াছে। পাহাড়ের মন্দিরগুলির দৃশ্য প্রায়ই একরূপ ও আমাদের সময় সংক্ষেপ ছিল বলিয়া দুই চারিটী মন্দির দেখিয়াই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। মন্দিরের প্রত্যেক চূড়া স্বর্ণনির্ম্মিত। ক্রমে সন্ধ্যার পরে আমরা বাসায় আসিয়া পৌছি-লাম। আমার কিন্তু মোটেই আসিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু আমি যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম তাহারা সকলেই বলিয়া আসিল। কাজেই আমাকেও চলিয়া আসিতে হইল। পাহাড়গাত্রে কোথাও শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত যাত্রিদিগের জন্য ছোট ছোট গৃহ ও একটি করিয়া কূপ খনিত আছে। ইহা ব্যতীত কত সুন্দর সুন্দর ঝরনা, কত বিচিত্র রংএর পাথরের উপর দিয়া আস্তে আস্তে কল কল করিয়া বিশ্ববিধাতার গুণ গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেক বিবিধ রকম রংএর বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছিল। এখানে আসিয়া একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখিলাম। তাহার নাম "চন্দনবৃক্ষ" কাতরাসে আরও কিছু দিন আসিয়া পরিশেষে খুলনায় চলিয়া আসিলাম। আরও অনেক জিনিষ দেখিবার শিখিবার ছিল, কিন্তু অল্প সময়ে মনোমত কিছু দেখিতে পাই নাই। যদি আবার জগদীশ্বরের কৃপায় কখনও তথায় যাইতে পারি তবে যে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিয়াছি

তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপনাদিগকে জানাইব। দেশ ভ্রমণে যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করা যায় তাহা যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ব্যতীত আর কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
তৃতীয় শ্রেণী।

স্বপ্ন।

হৃদয়-আকাশে, মৃদু মৃদু হাসে,
দুইটী বিজলি হাসি।
আঁধারে লুকায়ে, রেখেছি উভয়ে,
নিরজনে ভালবাসি;
স্বপনে দুজনে, ঢালে মোর প্রাণে,
মধুর অমৃত ধারা।
মোহা-স্মৃতি তার; ভাবি কত যারে,
সব নাহি যায় ধরা॥
স্বপনেতে এসে, ব'সে দুই পাশে,
দুজনে মধুর হাসি'।
সোহাগের ভরে, ধরে দুই করে,
হৃদয়ের তমোনাশি'॥॥
অমর করিতে, পিপাসা নাশিতে,
অধর ভরিয়া সুধা।
পান করি তার, যেন মনে হয়,
দূর হয় সব ক্ষুধা॥
অনচল ধ'রে, চঞ্চল ক'রে,
মুছায় নয়ন বারি।
অবাক হইয়া, রহি গো চাহিয়া,

নয়ন ফিরাতে নারি ॥
তায় পরে মোরে, বাঁধে দুই করে,
দু'জনার বাহু পাশে।
আর দুই করে, গলা ধরি, ধীরে,
কহে মৃদু মৃদু হেসে ॥
"আমরা দু'জনে, নিছি তোমা' কিনে,
হৃদয়ের বিনিময়ে।
বল তুমি আর, হবে না কাহার,
রহিবে মোদের হ'য়ে ॥"
হৃদয় কাঁপিল, স্বপন ভাঙ্গিল,
সঘনে উঠিনু ক'রে।
"জেন, এই সার, হ'ব না কাহার,
(শুধু) রব তোমাদের হ'য়ে ॥"

শ্রীবামনচন্দ্র বসু,
প্রথম শ্রেণী।

বিদ্যা।

বিদ্যার সমান ধন নাহি পৃথিবীতে।
হে করে বিদ্যার চর্চ্চা পারে সে বুঝিতে ॥
যেই লোক বিদ্যাকেই বড় বলে মানে।
সকল মনুষ্য তাকে শ্রেষ্ঠ বলে গণে ॥

বিদ্যারে করিলে মান্য সেই বড় হবে।
প্রমাণ ইহার মোরা হেরি সদা ভবে॥
মন দিয়া করে যেই বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল অভীষ্ট তার হইবে পূরণ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু,
৫ম শ্রেণী।

করুণাময়ী ভবতারিনী।



(ঐতিহাসিক মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত)

হোসেন সা যখন বাংলার রাজতক্তে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, যখন এখনকার ধ্বংসাবশিষ্ট গৌড়ই বাংলার রাজধানী ছিল, তখন এই গৌড়ের অনতিদূরবর্ত্তী মাধবীপুরের জমিদার জয়নাথ ভট্টাচার্য্য একজন বর্দ্ধিষ্ণু যশস্বী গৃহস্থ ছিলেন। এই গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও শতাধিক হিন্দু নর-নারী এখানে বাস করিত। এতদ্ব্যতীত গ্রামের অদূরে কয়েক ঘর মুসলমান ও বাস করিত। গ্রামের অধিবাসীরা অনেকেই সঙ্গতি-সম্পন্ন। গ্রামে একটী মাত্র দেব মন্দির ছিল, পাষাণময়ী শক্তি মূর্ত্তিই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই শক্তি মূর্ত্তির নাম "রণরঙ্গিণী চণ্ডীদেবী।" চণ্ডীদেবীর উদ্দেশে প্রায় প্রত্যহ ১০।১৫টী মেষ বা ছাগ শিশু বলি দেওয়া হইত। তদানীন্তন এমন কি আধুনিক লোকেরও বিশ্বাস যে পশুশোণিত না হইলে, চণ্ডীদেবী প্রসন্না হন না! তদানুসারে প্রত্যহই মন্দির দ্বারে শোণিত স্রোত বহিত।

বহুকাল যাবৎ এই পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে এবং পাষাণময়ী করাল বদনাও পাষাণ হৃদয়ে এই পৈশাচিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। মন্দিরের পুরোহিত আচার্য্য গণপতি ঠাকুরই এই জীবহিংসার প্রধান প্রশ্রয় দাতা। তখনকার সময় গণপতি ঠাকুরকে গ্রামের লোকে ব্যাস বশিষ্টের মত সম্মান করিত। জমিদার জয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য এই বলিদানে একমাত্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু থাকিলে কি হয়? যদিও তিনি জমিদার, তথাপি তাঁহার কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ আচার্য্যদেব গ্রামের কুল দেবতা ও কুল পুরোহিত ছিলেন।

তখন কার্ত্তিক মাস, ঘোরা তমিস্রাবৃত অমাবস্যার মাত্র আর কয়েক দিবস বাকি আছে। এই অমানিশার কৃষ্ণা রজনীতে বণ চণ্ডীদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতে হইবে। এই সঙ্কল্পে সমস্ত মাধবীপুর আজ আনন্দে উন্মত্ত। মাধবীপুরের ঘরে ঘরে আজ আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে, কিন্তু কেবল একজনের গৃহে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে নাই। তিনি আমাদের জয়নাথ ভট্টাচার্য্য। জয়নাথ ও তদীয় পুত্র ভূতনাথ এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন এবং যাহাতে ইহার অনুষ্ঠান না হয়, তাহারও সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ভূতনাথ তদীয় পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া এই পাশব বৃত্তি নিবারণের জন্য বাদশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত ও বাদশার সমক্ষে বর্ণনা করিলেন। কিন্তু এই সকরুণ প্রার্থনা বাদশার সাম্রাজ্য-গর্ব্বিত হৃদয় স্পর্শ করিল না। বাদশা সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইলেন এবং ভূতনাথ প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাটী ফিরিলেন। এই নৃশংস ব্যাপারে বৃদ্ধ জয়নাথ ভট্টাচার্য্যের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ইহার প্রতিকারে নিরাশ হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ করিলেন। অশ্রু প্লাবিত লোচনের পুত্র ভূতনাথকে কহিলেন—"বাবা ভূতনাথ, চল আমরা এই মায়া মমতাহীন হিংসার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করি।" জয়নাথ তাঁহার অন্যান্য পরিবারের সহিত দেশ ত্যাগী হইলেন। যাত্রা করিবার সময় জয়নাথ এই বলিয়া চণ্ডীদেবীকে প্রণাম করিলেন—"মাগো তোমার "দয়াময়ী" "জগজ্জননী" নাম বজায় রাখিতে দেশত্যাগী হইলাম।" ইতিমধ্যে সেই পৈশাচিক অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু জয়নাথের

দেশ ত্যাগের কতিপয় দিবস পরে মাধবীপুরে মহামারী উপস্থিত হইল; বসন্তরোগে গ্রাম খানা ধ্বংস হইয়া গেল। প্রত্যেক গৃহে দুই চারিটী শব পঁচিতে লাগিল; মৃত দেহের সৎকারের লোক জুটিল না। মানুষের পরিবর্ত্তে গ্রামখানি, এক্ষণে হিংস্র জন্তুর প্রিয় নিকেতন স্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন আর সে মাধবীপুর নাই, মাধবীপুরের শ্রী, শান্তি জয়নাথের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্থানে একদিন শত শত নরনারীর কলরবে মুখরিত ছিল, আজ তথা হইতে মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের হাহাকার রব গগন মার্গে উত্থিত হইতেছে এবং শব ও নর কঙ্কালের আবাস ভূমিতে পরিবর্ত্তিত। গণপতি আচার্য্যের পারিষদবর্গ বসন্তের প্রভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। কি জানি, কেন জানি না আচার্য্যদেবই কেবল বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ বসন্তে পঁচিতেছিল কেবলমাত্র চক্ষুর্দ্বয় ও নাসিকাটী কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছিল। এদিক চণ্ডীদেবীর ও আর পূজা হয় না। পক্ষান্তরে জয়নাথ একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন—"চণ্ডীদেবী বলিতে-ছেন, জয়নাথ গণপতি আমাকে যে জগজ্জননী সাজ কাড়িয়া লইয়া নরঘাতিনী রূপে পূজা করিয়াছে, এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছে। এখন আমি তোমার ওখানে যাইয়া তোমার সেবা পূজা লইতে রাজি॥" জয়নাথ দেবীকে লইয়া আসিলেন। এবং স্থাপনাদি করিয়া রণরঙ্গিনী চণ্ডীদেবীর নামের পরিবর্ত্তে "করুণাময়ী ভবতারিণী" নাম রাখিলেন।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ,
দ্বিতীয় শ্রেণী।



ঠিক বেঠিক।

সুনীল গগন চন্দ্র কিরণ ভাতিছে
সোহাগের ভরে মুগ্ধা কৌমুদী হাসিছে॥
নবীন নীরদ নবীন রঙ্গে উদিছে।
প্রেমেতে ময়ুরী হইয়া অন্ধ নাচিছে॥
সমুদ্র অতল শান্ত শীতল শোভিছে।
কুল কুল ধ্বনি ক্ষুব্ধ তটিনী ছুটিছে॥
অনাথা রমণী সন্তানে টানি' ল'তেছে।
হৃদয়ের ধনে চুম্বি' বদনে কাঁদিছে॥
প্রেমান্ধ পতঙ্গ জলন্তানলে পড়িছে।
কৃতঘ্ন অনল দগ্ধি' তাহায় নাশিছে॥
সব আছে ঠিক মাত্র বেঠিক হ'য়েছে।
দীনের হৃদয় মুগ্ধ মায়ায় ম'জেছে॥
হৃদয়ের দীপ জ্বলে না আর নিবেছে।
ভবিষ্য জীবন ধ্বান্ত ভীষণ ঘিরেছে॥

শ্রীবামনচন্দ্র বসু,

প্রথম শ্রেণী।



SCHOOL NOTES.

——)o(——

(ক) কৃষি-ক্লাশ—Agricultural Class.

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানানুসারে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগকে আগামীতে যে সকল কার্য্যকরী বিষয়ের বাধ্যতা মূলক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, আমাদের স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তন্মধ্যে হইতে কৃষিকার্য্যকেই উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। তদনুসারে, ৫ম শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই সপ্তাহেই একদিন করিয়া উক্ত ক্লাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে কৃষিকার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষা করিতে হইতেছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানের অভাবে বালকদিগকে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী মনোনীত স্থানে কৃষিকার্য্যের শিক্ষানবিসি অভ্যাস করিতে হয়। ছাত্রেরা কোদাল স্কন্ধে দলবদ্ধ হইয়া মুক্ত বাতাসে রাস্তা দিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকৃতির উন্মুক্ত শোভা উপভোগ করিতে করিতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে গমন করতঃ পর্য্যায়ক্রমে কোদালী দ্বারা ভূমি খনন, রোপিত গাছ পালায় জল সেচন, আগাছা উত্তোলন ইত্যাদি সম্পাদনান্তর পুনরায় স্বভাব সুলভ উল্লাসের সহিত যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর মিষ্টার ব্যারো সাহেব তদীয় পরিদর্শনকালে এই কৃষিক্লাস খোলা সম্বন্ধে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) Boy scout St. Ambulance Classes.

খুলনার ভূতপূর্ব্ব District Magistrate Mr. Bradly Birt এর উৎসাহে ও আন্তরিক চেষ্টায় বি, কে, স্কুল Boy scouts ও St. Ambulence classদ্বয় খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত Scout Master বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিকতা ও ব্যক্তিত্বের গুণে অল্পদিনেই উপস্থিত Scoutরা আশানুরূপ কার্য্য কুশলতা ও কর্ম্মস্পৃহার পরিচয় দিতেছে। দুঃখের বিষয় অভিভাবকদের যথোচিত অনুভূতির অভাবে scoutদের সংখ্যা এখনও আশানুরূপ হয় নাই।

মাননীয় Dr. S. C. Das. মহাশায় St. Ambulence class এ বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে একদিন আবশ্যক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তাঁহার এই অযাচিত অধ্যাপনা ও উপদেশের জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। St. Ambulence classএর জন্য দুইখানা সুন্দর চার্ট (chart) ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিয়াছেন, খুলনায় বিগত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে কার্য্য তৎপরতার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ scoutগণ ও Ambulence class যথাক্রমে দুইখানি ১ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন।

(গ) Divisional Inspector's visit to the school.

বিগত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের Inspector শ্রীযুত জে, আর, ব্যারো মহোদয় আমাদের স্কুল পরিদর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। স্কুলের বর্ত্তমান গৃহাদি, কৃষি-ক্লাস, সেণ্টয়্যাম্বুলেন্স ও বয়স্কাউট ক্লাসদ্বয়, এবং বালকগণের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ত্রৈমাসিক পত্রিকা "আরধান।" ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনা কালে অতি অনুকূল মন্তব্য সকল প্রকাশ করেন। উক্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সংখ্যা সাহেবকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইন্স্পেক্টর মহোদয় বিদ্যালয়ের ঋণ এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ পূর্ব্বক সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য কর্তৃপক্ষকে চেষ্টা করিবার ইঙ্গিত ও করিয়াছেন। Inspeetor মহোদয়ের সহানুভূতিসূচক মন্তব্য ও ভদ্র ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(ঘ) Acceptance of government scale :—

বিগত এক বৎসর যাবৎ সরকারের প্রস্তাবিত ছাত্র বেতনের হার বৃদ্ধির minimum Scale, বি, কে, স্কুলের কর্তৃপক্ষ দেশের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া, গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া আসিতেছিলেন ; কিন্তু বিগত মার্চ্চ মাসে প্রস্তাবিত অনুরোধ গ্রহণ না করিলে সরকার grant–in-aid বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন এই মর্ম্মে শেষ অনুরোধ করায় স্কুল-কর্তৃপক্ষ একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও ছাত্র বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, সরকার স্কুল-কর্তৃপক্ষের বিধিসঙ্গত আপত্তিতে একটু বিরক্ত থাকিলেও অচিরেই ইহাদের কর্ত্তব্য পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

